আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

Website: www.bb.org.bd

তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪২৮ / ০৫ জুলাই ২০২১

ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৯

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/লিজ/অগ্রিম শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের ঋণ/লিজ/অগ্রিম শ্রেণীকরণের শর্তাবলী শিথিলকরত এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, ঋণ/লিজ/অগ্রিমের বিপরীতে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণ/লিজ/অগ্রিমসমূহ বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না।

৩। এক্ষণে কোভিড ১৯-এর সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বজায় রাখা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব লাঘবের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলোঃ

(ক) ঋণ/লিজ/অগ্রিমের বিপরীতে জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণ/লিজ/অগ্রিমসমূহ বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী কিস্তির সাথে প্রদেয় হবে;

(খ) উক্ত ঋণ/লিজ/অগ্রিম হিসাবসমূহের সুদ/মুনাফা শুধুমাত্র প্রকৃত আদায় সাপেক্ষে আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে; এবং

(গ) ঋণ/লিজ/অগ্রিমের উপর সুদ/মুনাফা হিসাবায়নের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান অন্যান্য নীতিমালা বলবৎ থাকবে এবং এ সময়ে কোন দণ্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ/কমিশন (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ জুলকার নায়েন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮